খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 33 ❑ 31st Oct., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## জামিন না পেয়েও জেল থেকে মুক্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

### ডাকাতি, মার্ডার, ধর্ষণ, বধুহত্যার মত ৩০০ থেকে ৩৫০ মামলার নথি মিসিং

প্রতিনিধি : বনগাঁ আদালতে জামিন না পেয়েও জেল থেকে মুক্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। আর যা নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা। হাই কোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছেও আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন।

বুধবার সকালে বনগাঁ আদালত চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বনগাঁ ল-ইয়ার'স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাস। সমীর বাবুর অভিযোগ, গত ২১ শে অক্টোবর খলিল খালাসী নামে এক বাংলাদেশীকে চোরাপথে এদেশে আসার সময় বাগদা থানা পুলিশ গ্রেফতার করে এবং বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছিল। বিচারক তাকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার জন্য নির্দেশ দেন। আগামী ৪ঠা নভেম্বর তারিখ তার জেল হেফাজত শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ওই মামলার আইনজীবী মনোজ কুমার সাহা মঙ্গলবার খবর পান, ওই আসামী জামিনে মুক্ত হয়ে গেছে। আসামি পালিয়ে যায়নি, ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষর করে আসামিকে রিলিজ করে দিয়েছে। জিআর সেকশন থেকে সেই জিনিসগুলো লেখা হয়েছে। সেই আসামির কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আসামির জামিন হলো না, তার বেলবন্ড জমা পড়লো না, অথচ রিলিজ চলে গেল জিয়ার সেকশন থেকে। আমরা এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টকে জানাচ্ছি বারের তরফ থেকে।

পাশাপাশি সমীরবাবু অভিযোগ করেন আরও বড় ঘটনা ঘটছে এখানে। বিভিন্ন লইয়ার বা ল -ক্লার্ক আমাদের জানিয়েছে, ডাকাতি, মার্ডার, ধর্ষণ, বধুহত্যার মত ৩০০ থেকে ৩৫০ মামলার নথি মিসিং হয়ে গিয়েছে। কোন হদিস নেই। রেকর্ড গুলো কি বিক্রি হয়ে গেল না কেউ চুরি করে নিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা। প্রায় এক বছর যাবৎ কল লিস্টে কোন রেকর্ড নেই। আমরা কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টারকে জানাচ্ছি। আইনজীবী মনোজ সাহা বলেন, বিষয়টি এসিজিএমকে জানানো হয়েছে। তিনি বিষয়টি দেখার কথা বলেছেন। সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশের সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিজিৎ মন্ডল নামে এক ভারতীয়কেও গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই দিন অভিজিৎ মন্ডলের বেলের আরজি মনজুর করেন বিচারপতি। কিন্তু জিআর সেকশনের গাফিলতির কারণে ভুলবশত বেল না পেয়েও মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ওই ব্যক্তি। দাবি আইনজীবীদের। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি তুলে সোচ্চার হয়েছেন বনগাঁ আদালতের আইনজীবী ল'ক্লার্ক সংগঠনের সদস্যরা।

## শ্যামা পুজোয় মহকুমা জুড়ে নানান অনুষ্ঠান

### কোথাও প্রান্ত গাঁয়ের আত্মকথন, আবার কোথাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী, আদি যোগী ভোলা মহেশ্বরের মন্দির

সংবাদদাতা ঃ ফি বছরের ন্যায় এবছরও মহকুমা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে শ্যামা পূজা। মহকুমার প্রাণ কেন্দ্র বনগাঁয় সেরকম বড় পুজো না হলেও হীরালাল মূর্তির পাদদেশের হিন্দু মহাসভার পুজো ও স্টেশন রোডে বাবুপাড়ার পুজো এবারও দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবারও বাগদার হেলেঞ্চায় ৩৮টি শ্যামা পুজোর আয়োজন হয়েছে, যার মধ্যে ২০টি বড় পুজো ও ১৮টি ছোটো পুজো হচ্ছে এবং অন্যদিকে গাইঘাটার চাঁদপাড়ায় মোট পুজো হচ্ছে ৪৮টি। যার মধ্যে ১১টি বড় পুজো ও ৩৭টি ছোটো পুজো হচ্ছে।

**হেলেঞ্চা সবুজ সংঘ—** এবছর ৩৬তম বর্ষে হেলেঞ্চা সবুজ সংঘের পুজো মণ্ডপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আদলে সেজে উঠেছে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পূজা মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে এবং উপচে পড়া ভিড় হবে। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

**নবারুণ সংঘ—** ৪৬তম বর্ষে হেলেঞ্চার নবারুণ সংঘ তাদের পুজো মণ্ডপটি তামিলনাড়ুর আদি যোগী ভোলা মহেশ্বরের মন্দিরের আদলে সাজিয়েছে।

**হেলেঞ্চা স্পোর্টিং ক্লাব—** হেলেঞ্চা স্পোর্টিং ক্লাবও এবারে ৩৬তম বর্ষে পদার্পন করেছে। এবছর পূজা কমিটি কলম্বিয়ার বোগাটো শহরের রেপ্লিকা অফ সল্ট ক্যাথেড্রাল চার্চের আদলে তাদের পূজা মণ্ডপ সাজিয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও স্থানীয় বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন।

**আপনজন ক্লাব—** হেলেঞ্চার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী আপনজন ক্লাব। ৫১তম বর্ষে তাদের পুজো মণ্ডপটি রাজস্থানের রাজ মন্দিরের আদলে সাজিয়ে তুলেছে।

**ঢাকুরিয়া তরুণ দল—** ৫২তম বর্ষে পূজা ও উৎসবের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি।

চতুর্থ পাতায়...

## সড়কের পাশে ইট, বালি- পাথরের

### পসরা, সমস্যায় পথচারীগণ

প্রতিনিধি ঃ রাস্তার ধারে ইট, বালি, পাথর ইত্যাদির পসরা সাজিয়ে কেনা-বেচা চলছে। এ দৃশ্য বর্তমানে গ্রামে গঞ্জের বিভিন্ন সড়কের ধারে হামেশাই চোখে পড়ছে সকলের। সে বনগাঁ- চাকদা বা বনগাঁ বাগদা বা গাইঘাটার চাঁদপাড়া-ঠাকুরনগর বা চাঁদপাড়া পাল্লাসহ বিভিন্ন সড়কের ধারে। এই সমস্ত ইমারতি দ্রব্যাদির বাজার গড়ে উঠছে। ব্যস্ততম সড়কের ধারে ইট, বালি, পাথর ইত্যাদি সামগ্রী বেচা-কেনা চলায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ফলে মানুষজন সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বাড়ছে, এমনই অভিযোগ পথচারি সহ এলেকার বাসিন্দাদের। শুধু তাই নয়, ইমারতি দ্রব্যাদি রাস্তার ধারে রেখে শুধু বিক্রি নয়,

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
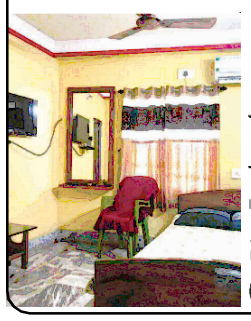
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৩ ❐ ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

## আজকের বাংলা যেন ধর্ষকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র

ঘটনার সূত্রপাত ৯ আগষ্ট। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরজি কর মামলায় চার্জ গঠনের দিনক্ষণ প্রকাশ্যে এল। আশায় বুক বাঁধছে অনেকেই। হয়ত এবার সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে( ?)! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটে চলেছে ঘটনার ঘনঘটা। জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ, অনশন, নবান্নে বৈঠক, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব, দীপাবলি। তবুও মানুষ কি স্বস্তিতে আছে? ধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনা ঘটেই চলেছে।কোথাও বা নিষ্পাপ শিশুকে লালসার শিকার বানিয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে। আবার কোথাও বা প্রেমিকাকে বন্ধুরা মিলে ধর্ষণ করে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে দেহটা। আবার কোথাও বা প্রেমিককে বেঁধে রেখে যুবতীকে ধর্ষণ। আবার স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ। বাদ পড়ছে না স্কুল ছাত্রীও। রবিঠাকুরের সোনার বাংলা কি হয়ে উঠল ধর্ষকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র? নর খাদকদের লালসার শিকারের এমন খবর মাঝে মধ্যে আগেও শোনা যেত। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেন একটু বেশি মাত্রায় ঘটে চলেছে। ধর্ষকদের মনে কী বিন্দুমাত্র ভয় নেই! তাহলে মেয়েদের সুরক্ষা কোথায়? কীভাবে সুরক্ষিত হবে সমাজ? বিজ্ঞজনেদের কথায়— একমাত্র ধর্ষকদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তিই সমাজকে দিতে পারে সুরক্ষাকবজ।

## কচিকাচাদের বাংলা সংস্কৃতিমুখী করতে পল্লী সংগীত কর্মশালা

প্রতিনিধি : বিজয়া সম্মেলনীর মাধ্যমে স্কুলের কচিকাঁচাদের বাংলা সংস্কৃতি মুখি করতে পল্লী সংগীত কর্মশালার আয়োজন করল কুমুদিনী গার্লস প্রাথমিক স্কুল। বুধবার সকালে পড়ুয়াদের আনন্দের মধ্যে দিয়েই লোকসংগীত এর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কর্মশালার আয়োজন বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিনের কর্মশালায় আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের বদলে বাংলার লোক শিল্পের পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই দোতারা, হারমোনিয়াম, একতারা সহযোগেই কিভাবে এই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে লোকসংগীত পরিবেশন করা হয় তা তুলে ধরা হল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংগীত দল উজানের পক্ষ থেকে ছোট ছোট শিশুদের হাতে ধরে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কৌশল দেখানো হয়। পুজোর ছুটি শেষ করে এদিন স্কুলে এসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের গানের তালে তাল মিলিয়ে নাচতে দেখা গেল খুদে পড়ুয়াদের। যা দেখে আনন্দিত হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অভিভাবকরাও। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মলিনা সিকদার বলেন, 'এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে লোকসংগীত চর্চার যে শিক্ষা দেওয়া হল তা অনেকটাই কাজে আসবে। গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পল্লী বাংলার হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক চর্চার আগ্রহ জাগাতেও এই কর্মশালা।' আগামী দিনে জেলার অন্যান্য স্কুলগুলিতেও এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে লোকসংগীত দলের তরফে।

## সেবাশ্রমে পড়ুয়ার জন্মদিন পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ছাত্রী সুমি মুন্ডার ১১ তম

জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হল আশ্রমেরই ভবনে। ২৩ অক্টোবর আশ্রমের কক্ষ বেলুন ও ফুল- মালায় সাজানো হয়। অপরাহ্নে আশ্রম ভবনে সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে কেক কেটে ছোট সুমির জন্মদিন পালন কার হয়। নতুন পোষাকে সজ্জিত সুমির বন্ধুরা তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। সমবেত কণ্ঠে সংগীতের মধ্য দিয়ে সকলে ঈশ্বরের কাছে সুমির মঙ্গল কামনা করে। আশ্রমের প্রাণপুরুষ অবসার প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, পড়াশুনো করে সুমি যেন ভালো মানুষ হয়। পিছিয়ে পড়া সমাজের দরিদ্র পরিবারের সন্তান আশ্রম কন্যার জন্মদিন সমারোহে পালিত হওয়ায় অতিশয় খুশী ছোট্ট সুমির সাথে তাঁর সহপাঠী বন্ধুরাও।

**Digital Signature**
**Authorised by Emudra**
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
**আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স**
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

# জৈবিক ঘড়ি ছিনিয়ে নিল নোবেল পুরস্কার

**অজয় মজুমদার**

**গত সপ্তাহের পর...**

সঙ্গে আরো দুজন মার্কিন নাগরিক নোবেল পেয়েছিলেন, রবার্ট হোলি এবং মার্শাল নীরেনবার্গ। এই ম্যাপ তৈরি অনেকটা বায়োলজিক্যাল ক্লকে-এর রহস্যময় কার্যকলাপের সমাধান করেছে।

অনেকদিন ধরেই বায়োলজিক্যাল ক্লক বা ঘড়ির কথা বিজ্ঞানীরা বলে আসছিলেন। প্রানীদের সেই রহস্যময় আনবিক কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করেই ২০১৭ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন জেক্সি, রোমব্যাশ এবং ইয়ং।

রাত্রিবেলায় শরীরের কোশে বিশেষ বিশেষ প্রোটিন তৈরি হয়। দিনের শুরু থেকে যা ভাঙতে থাকে। এটাই দেহ ঘড়ির কার্য পদ্ধতি। কিন্তু সময় সীমার আগেই যদি পরিপার্শ্ব বদলে যায়? বিজ্ঞানীদের দাবি, টাইম জোন বদলে যাওয়ার জোটল্যাগের মত অসুস্থতা আদতে ওই ঘড়ি বিগড়ে যাওয়ার কারণেই।

আসলে আমাদের শরীরে বিপাকক্রিয়া চলছে অহরহ। এই বিপাক ক্রিয়াই আমাদের উপকারী ও ক্ষতিকর দুটি দিকের কাজই করে। বেশ কিছু রোগ বিপাক ক্রিয়া বিগড়ে

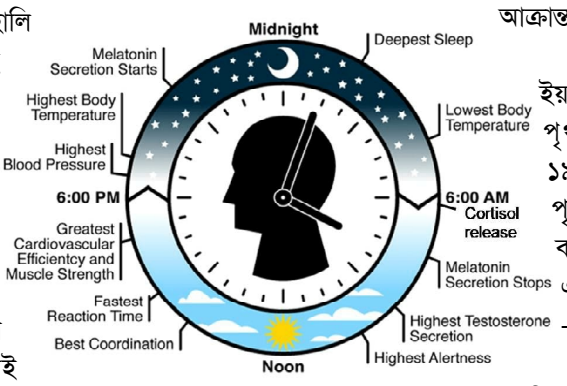


জনস্বাস্থ্যকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে। যেমন ডায়াবেটিস, থাইরয়েড সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি। আসলে সবই হলো তিন কোটি বন্ধনের লীলা খেলা। ক্ষার ও চিনির খেলা। আর হাইড্রোজেন বন্ডের খেলা। কে কী প্রোটিন তৈরি করবে, তার ইনফরমেশন দেওয়াটাই হলো বায়োলজিক্যাল ক্লকের কাজ। একটি প্রোটিন তৈরি করে একটি হরমোন। খানিকটা কেরাম খেলার গুটির মত। একটি গুটি দিয়ে আরেকটি গুটিকে মেরে অন্যদের অবস্থানে আনা। অর্থাৎ একটি প্রোটিন বা দুটি প্রোটিন তৈরি করে হরমোন ও প্রোটিন তৈরি করে অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকীয় কাজকে ত্বরান্বিত করে, মানুষকে সুস্থ রাখে। আবার এই বিপাক ক্রিয়া বিগড়ে গেলে শরীরে নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

জেফ্রিহন, রোশব্যাশ এবং ইয়ং বায়োলজিক্যাল ক্লক নিয়ে পৃথকভাবে কাজ করেছেন। ১৯৮৪ সালে তারা প্রমাণ করেন পৃথকভাবে জৈবিক ছন্দের ব্যাখ্যা। তারও এক দশক পরে এরা প্রমাণ করেন "ক্লক জিন" -এর রহস্য।

নোবেল কমিটি জানায়, এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের আচরণ, হরমোনের মাত্রা, ঘুম, শরীরের তাপমাত্রা ছাড়াও বিপাক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যাবে। তবে বিপাক রহস্য জানা গেলেও অনেক রোগই মুক্ত করা যাবে। তিন বিজ্ঞানীই খেলোয়াড়। আর খেলতে খেলতেই তিন বিজ্ঞানী লুফে নিলেন নোবেল পুরস্কার। **... সমাপ্ত**

উপন্যাস

# বেঙ্গালুরু উবাচ ১

**পীযূষ হালদার**

গত সপ্তাহের পর...

আজকে আমাকে সারির প্রথমেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুপারেনটেনডেন্ট স্যার সেখান থেকে আমাকে ডেকে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সকলকে বললেন, " এ হচ্ছে দিলীপ মহাপাত্র। আমাদের স্কুলে ও হোস্টেলে নতুন ভর্তি হয়েছে।"

আমাকে বললেন, "এবার তোমার জায়গায় গিয়ে বসো। প্রার্থনার গান তুমি না জানলে, তোমাকে গাইতে হবে না। তুমি দুদিন শুনে তারপর থেকে গাইবে।"

আমি জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমরা সকলে সরস্বতী ঠাকুরের দিকেই মুখ করে বসে আছি। ওনারা দুজন আমাদের সামনে এসে আমাদের মতো সরস্বতী ঠাকুরের দিকেই মুখ করে বসলেন। গান শুরু করলেন সুপারেনটেনডেন্ট স্যার। উনার গলার স্বরে আমি অভিভূত। একভাবে কেবল উনার মুখের দিকেই চেয়ে আছি। কঠোর মানুষটাও ভেতরে ভেতরে কত নরম। প্রার্থনায় অংশগ্রহণ না করেও গানটা বোঝার চেষ্টা করছি।

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানাতম্।।

সমানো মন্ত্র:, সমিতি: সমানী,সমানং মন: সহচিত্তমেষাম্।"

আমি গানটা বুঝতে না পারলেও, ভক্তিতে আমার মনটা ভরে গেল। শুধু এটুকু বুঝলাম, সবকিছুই সমান। সমান চিন্তা, সমান মন আরও কত কী! তার কাছে সকলেই সমান। কি ছাত্র কি শিক্ষক। তাইতো আমাদের শিক্ষক রাও আমাদের সারিতেই বসেছেন। একদিন নিশ্চয়ই আমি সবটা জানতে পারব। এরপর গাইলেন ---

"তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে।

তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ- কালিমা ঘুচায়ে।"

সেদিনই বুঝেছিলাম, কারও কাছে যদি প্রার্থনা করা হয়, সেই চাওয়া যেন নিজেকে নির্মল করে সকলের মঙ্গল কামনা হয়।

প্রার্থনা হয়ে গেলে সকলকেই ঘরে একটা করে সিঙ্গাড়া, দুটো করে জিলিপি দেওয়া হল। এটাই সন্ধ্যার টিফিন। আগামী দিনের পড়াগুলো শম্ভুদা দেখে এসেছিল। সেগুলো কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। রাত ন'টার সময় খেয়ে সকলে শুয়ে পড়লাম। আগামীকাল সকাল ছ'টায় আবার প্রার্থনা।

একটা দিন একটা রাত এমনকি একটা ঘন্টা মানুষের জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিতে পারে। রাতে একা একাই শুয়ে ছিলাম। মা ছিল না কাছে। তবু আর সকলেই ছিল। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের শুরু। রাতে একাকীত্ব অনুভব করিনি। মন স্থির। ঘুমে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। এভাবেই শুরু হয়েছিল আমার হোস্টেল জীবন।

তারপর কত ঘটনা। একদিন সুপারেনটেনডেন্ট স্যার জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি দিলীপ, তোমার মা আর আসেনা?" মা এসেছিল। সেদিনও স্যারকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু খাইনি। তারপর আমার ভয় ছিলনা। বুঝেছিলাম, লেখাপড়া করাটাই মূল উদ্দেশ্য নয়। মানুষ হওয়াটাই আসল। সকলের চিন্তা সকলের ভাবনা মনে রাখতে হয়। তার মধ্য থেকেও ঘটনা ঘটে। একবারের ঘটনা বলি, --- আমাদের হোস্টেলে মিলন নামে একটা বড় দাদা ছিল। রানীগঞ্জে বাড়ি। ক্লাস নাইনে পড়তো। অনেক বড়। পড়াশুনোর থেকে হোস্টেল জীবনের বাধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইতো না। মাঝেমধ্যেই হোস্টেলের পাঁচিল টপকে কোথাও না কোথাও চলে যেত। মারও খেত।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। তখন নাইলনের জামা উঠেছে নতুন। কলকাতার ছেলেরা পরছে। বড়দি আমার জন্য একটা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার গায়ের সাইজে পাওয়া যায়নি। সব থেকে ছোট সাইজেরটা নিয়েছে। তবুও আমার গায়ে ঢিলা এবং বড়। সেবার বাড়ি এসে আমি হোস্টেলে তুঁতে রং- এর জামাটা নিয়ে গিয়েছিলাম। জামাটা আমার বন্ধুবান্ধবদের তো পছন্দ হয়েছিল। আমার থেকে বড় আবাসিক ছাত্রদের পছন্দ হলো। মিলন দা প্রায় দিনই বলত, "তোর জামাটা একদিন আমাকে দিবি? আমি একটু পরে দেখব কেমন লাগে।"

এক রবিবারে সত্যি সত্যি আমার জামাটা চেয়ে নিলো। আমি আর না বলতে পারিনি। আমার সামনেই গায়ে দিলো। দেখলাম টাইট ফিটিং। হাতের মার্সেলগুলো ফুটে বেরচ্ছে। আমার ভয় হল ছিঁড়ে না যায়!" বাহ, বেশ ভালো লাগছে তো।" নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে, জামাটা গায়ে দিয়ে চলে গেল। কোথাও গেল, জানতে পারলাম না। অবশ্য আমি না জানলেও কেউ না কেউ দেখেছে। রাতের বেলা সেটা বুঝতে পারলাম। **চলবে...**

# ব্যবস্থাপনায় বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা

## চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ঠাকুরনগর হাসপাতাল) ও

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় নিঃশুল্ক এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল গত ২১ অক্টোবর। চাঁদপাড়া জিপি'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অসুস্থ্য মানুষজন পঞ্চায়েত ভবনে আসেন। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও দেওয়া হয়। চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের প্রেসার, সুগার, হার্ট ইত্যাদি পরীক্ষাও করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস ও উপস্থিত পঞ্চায়েত সদস্যগণ আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সহযোগিতা করেন বিভিন্ন গ্রামের আশাকর্মীগণও। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা মানুষজন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দেখান এবং ঔষধপত্র সংগ্রহ করেন।

## শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং স্থানীয় আনন্দপাড়া পল্লীসেবা সমিতি ও ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর সদস্য স্বেচ্ছা সেবকগণের সহযোগিতায় গত ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বিনা ব্যয়ে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। ঠাকুরনগরের আনন্দপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি নরোত্তম বিশ্বাস, সব্যসাচী কীর্তনীয়া, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, প্রসেন রাহা, জন প্রতিনিধি অনিল ঘোষ প্রমুখ। শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিভারানী ঘোষ আগত সকলকে স্বাগত জানান।

এদিন কলকাতার পিজি হাসপাতালের বেশ কয়েকজন সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসক শিবিরে উপস্থিত রোগীগণের বিনা পারিশ্রমিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। হার্ট ও নার্ভের রোগীগণের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ। অন্যতম সংগঠক ও সমাজকর্মী বাবন ঘোষ জানান, বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এদিন তিন শতাধিক রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং রোগীদের ঔষধ দেওয়া হয়।

# রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী

সায়ন ঘোষ, কলকাতা : প্রত্যেকটি বাইক প্রেমীদের স্বপ্ন থাকে তার সখের বাইক নিয়ে লাদাখ যেতে। কিন্তু তার পেছনে সব চেয়ে বড়ো যে সাহসটা থাকে সেই সাহস-টাই জুগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো রাইডিং গ্রুপ 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল'। সাথে পর্যাপ্ত পরিমানে নিরাপত্তা এবং সঠিক পরামর্শ দেওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

বাংলার অন্যতম বাইকারদের বড় গ্রুপ 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল' এর তরফ থেকে রবিবার আয়োজন করা হয় রাইডার্স বিজয়া সম্মিলনী ২০২৪। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য সহ একাধিক পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও প্রচুর বাইকাররা সামিল হয়েছিলেন। কলকাতার বিরাটি সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত করা হয় এদিনের রাইডার্স বিজয়া সম্মিলনী। এদিনের অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন বিখ্যাত ইঞ্জিন অয়েল প্রস্তুতকারী সংস্থা মোটুল সহ রাইডিং কার্ট ও বাইকার্স লেন।

রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শুভজিৎ সিনহা বলেন, 'আজকের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দুর্গা পুজোর পর আমরা সবাই একসাথে দেখা করলাম, সাথে আড্ডা হল জমজমাট। আমাদের একাধিক রাইডার বন্ধুরা গান, নাচ এর মধ্য দিয়ে আজকের মুহূর্তকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। এছাড়াও আজ সবার জন্য উপহার এবং মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগামীদিন গুলিতে আমাদের বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস অনুষ্ঠানের সাথে সাথে এরকম সুন্দর উৎসবের আয়োজন করবো। আসছে বছর আবার হবে।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২১ শে অক্টোবর প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল'। এখন তার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ্যের বেশি ছাড়িয়েছে। প্রতি বছর রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের মধ্যে মানুষকে বাইক চালানোর উপর সচেতনতা, নিরাপত্তা এবং সঠিক পরামর্শ দিতে থাকে এই গ্রুপ। এদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে এসে খুশি সকল বাইক প্রেমীরা।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

# শিল্পী সংসদের গ্রন্থ প্রকাশ ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিকঃ গোবারডাঙ্গার গবেষণা পরিষদের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও কল্পনা পাল সম্পাদিত প্রতিবেশী নবপর্যায় পত্রিকাটির শারদীয়া সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গবেষণা পরিষদের প্রাণ পুরুষ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ, প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, বিজ্ঞান সেবক ড. সুনীল বিশ্বাস, বিশিষ্ট কবি সুভাষ সরকার প্রমুখ। শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে এদিন বর্ষিয়ান কবি গোবিন্দ পান্ডি ও বিশিষ্ট সমাজসেবি গোবিন্দ লাল মজুমদারকে স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠে অংশ নেন প্রবীণ কবি দেবেশ সরকার, রঞ্জিত মালো, পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ।

# হাবড়ার নৃত্য প্রভা ডান্স অ্যাকাডেমী

সংবাদদাতা: হাবড়া নৃত্য প্রভা ডান্স অ্যাকাডেমীর আয়োজনায় অশোকনগর শহীদ সদন মঞ্চে এক জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় । এই নৃত্য সংগঠনের রজতজয়ন্তী বর্ষের সূচনা লগ্নের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অজয় চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, সুভাষ দে, মম গাঙ্গুলী বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা । উপস্থিত অতিথিরা সকলেই নৃত্যপ্রভা অ্যাকাডেমির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এলাকার নৃত্যের প্রচার- প্রসারে সংগঠনের কর্ণধার আশীষ বণিকের অবদান তুলে ধরেন। আশীষবাবু জানান,' প্রাকৃতিক দুর্যোগ দানাকে উপেক্ষা করে বহু দর্শক সাধারণের উচ্চকিত কলতানে আমাদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সার্থক । দর্শক আমাদের ভগবান, আগামীতে আরো ভালো অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ায় অঙ্গীকার করছি। সুস্থ- সংস্কৃতি প্রচার-প্রসারে আমাদের এই কর্ম বা অনুশীলন জারি থাকবে।' নৃত্য প্রভার শিক্ষার্থীরা শাস্ত্রীয় সংগীত সহ ভারতীয় বিভিন্ন ধারার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে।

# সরকারি মঞ্চে রাজনৈতিক আক্রমণ

প্রতিনিধি : সরকারি কর্মসূচির মঞ্চকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার সারলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ছয়টি বিধানসভার উপনির্বাচন। সেদিকে তাকিয়েই শাহের এই তৎপরতা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। রবিবার সকালে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ভোটের পর এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না। ইউপিএ সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের জন্য কত টাকা দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গ তুলে শাহ বলেন, "মমতা দিদি আপনি তো ইউপিএ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কত টাকা এ রাজ্যের জন্য এনেছেন। ওই দশ বছরে রাজ্যে এসেছে ২ লক্ষ্য ৯২ হাজার কোটি টাকা। আর ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নরেন্দ্র মোদি দিয়েছেন ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। আর আপনি বলছেন অন্যায় হচ্ছে । কেন্দ্র টাকা পাঠাচ্ছে, সেই টাকার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি হচ্ছে। তৃণমূল কর্মকর্তাদের পকেটে ঢুকছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করুন। ''

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে শাহ বলেন, ''বলুন ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে আপনারা ক্ষমতায় আনবেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রের আরক্ষ্য প্রকল্পের সুবিধা আপনারাও পেতে শুরু করবেন।" তাঁর কথায়, প্রত্যেক ভারতবাসী আরক্ষ্য প্রকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। ২০২৬ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনাদের এই সমস্যা দূর করে দেব।

# শিক্ষাকর্মী প্রয়াত

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা গাইঘাটার সবাইপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ (উঃমাঃ) স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান করণিক কার্তিক চন্দ্র পাল গত ২৫ অক্টোবর নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। কার্তিকবাবু অবসর জীবনে এলেকার উন্নয়ন ও সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

প্রয়াত কার্তিক বাবুর পুত্র কপিল পাল জানান, বাবা বিগত কিছুদিন যাবৎ একটু অসুস্থ্য ছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। মধ্যাহ্নে বনগাঁর খয়রামারি শ্মশানে বিদ্যুৎ চুল্লিতে প্রয়াত শিক্ষাকর্মী কার্তিকবাবুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

# বহড়ু কৃষি সমবায়ে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লকের বহড়ু

সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক কৃষক সভা। ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ (IFFCO) এর জেলা শাখার উদ্যোগে এবং বহড়ু সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এদিনের কৃষক সভায় সমিতির সদস্য ৪৫ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমিতির জেলার ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়াও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুনাগুন এবং সেই সঙ্গে জমি ও ফসলের উপকারী ইফকোর ঐতিহ্যবাহী এই ন্যানো ইউরিয়া সার ব্যবহারের নিয়মকানুন বিস্তারিত ভাবে কৃষকগনের সামনে তুলে ধরেন। বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ ঝা এদিন ইফকোর গুরুত্বপূর্ণ সাগরিকা সার, বায়োফাটিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ ও বিভিন্ন কীটনাশকের ব্যবহার এবং ব্যবহারের পদ্ধতিও কৃষকগণের সামনে সবিস্তারে ব্যক্ত করেন। ইফকো আয়োজিত এদিনের কৃষক সভাকে ঘিরে সভায় উপস্থিত কৃষিজীবী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯/ ৭০৭৬২৭১৯৫২

# সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত কবি মিন্টু বাড়ৈ

সংবাদদাতা ঃ জন্মমাসে বিশিষ্ট কবি ও সংগীতকার অতুল প্রসাদ সেন ও

বিশ্বখ্যাত কথা সাহিত্যিক সুকুমার রায় এর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পণের মধ্যদিয়ে গত ২৬ অক্টোবর মধ্যাহ্নে শুরু হল গোবারডাঙ্গার সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত ৫৯তম মাসিক সাহিত্য সভা, কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সাহিত্য সভা সেবার অন্যতম সেবিকা সোনালী চক্রবর্তীর গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবি হিমাদ্রী গোমস্তা তাঁর স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। স্বনামধন্য কবি ও গীতিকার অতুল প্রসাদ সেন ও প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জীবনীর উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন বাসুদেব মুখ্যোপাধ্যায় ও প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ ঘোষ। এদিনের সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট বাংলা শিক্ষক ও নবীন কবি মিন্টু বাড়ৈকে সেবা সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সোনালী চক্রবর্তী। উপহার সামগ্রী তুলে দেন সভাপতি হিমাদ্রী বাবু ও সেবার অন্যতম সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ছোট দিশা বিশ্বাস ও তথাগত মিস্ত্রির আবৃত্তি এবং বিপুল ও পিয়ালী বিশ্বাসের কণ্ঠে কবিতা আলেখ্য 'মায়ের আদর' উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সাহিত্য সভায় সমীর চট্টোপাধ্যায় ও টুলু সেনের কণ্ঠের গান এবং একতারা হাতে জীবন সেনের গাওয়া লোকগান সকলকে মুগ্ধ করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

# শ্যামা পুজোয় মহকুমা জুড়ে নানান অনুষ্ঠান

প্রথমপাতার পর...

পুজো কমিটির সভাপতি নির্মল পাল জানান, এবারেও কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা আনা হয়েছে। ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমর মজুমদার জানান, রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন অস্থায়ী আলোকজ্জ্বল মঞ্চে

মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। উদ্বোধনের দিন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বনগাঁ মহকুমা আদালতের বর্ষিয়ান আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহা এবং ডিভিসি'র অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার আশিস দাসকে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ ও অঞ্জনা বৈদ্য, পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায়, ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ সুজন গাইন। অনুষ্ঠান শেষে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক প্রেরিত বীরভূমের বাউল শিল্পীদের গাওয়া গান সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

**দেবীপুর সূর্য সংঘ**— এবারেও চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী দেবীপুর সূর্য সংঘের দেবী প্রতিমা ও পূজা মণ্ডপ

দর্শনার্থীদের নিকট বেশ আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। মণ্ডপের শিল্প কাজ ও আদিবাসী কৃষক রমনীর হাত জোড় করা মূর্তি দর্শনার্থীদের প্রশংসা লাভ করে। কাঠপেন্সিলের খোসার কাঠ দিয়ে নির্মিত দেবী মূতিটি সকলের নজরকাড়া।

ঢাকুরিয়া শক্তি কলোনী— ফি বছরের ন্যায় এবারও ঢাকুরিয়া গ্রামের শক্তি কলোনীর বাসিন্দাগণ সাড়ম্বরে মহাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হন। সাজানো হয় মন্দির ও পাশ্ববর্তী প্রাঙ্গণ। মাতৃ প্রতিমা ও মন্দিরের আলোকসজ্জা সকলের নজরকাড়ে। ভক্তদের জন্য ছিল পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা।

**চাঁদপাড়া মিলন চক্র**— এবারে তারা ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। একটি কাল্পনিক মন্দিরের আদলে সেজে উঠছে তাদের পুজো মণ্ডপ।

**গৌরব উজ্জ্বল সংঘ**— প্রতিবছরের মত এবছরও সামাজিক বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের ভাবনা সেজে উঠেছে 'তৃষ্ণা

মেটাতে ১ ফোঁটা জল'। এবার গৌরব উজ্জ্বল সংঘ ৩০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

**শিবাজী সংঘ**— শিবাজী সংঘ এবারে ৪৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারে তাদের পূজা মণ্ডপের মধ্য দিয়ে তুলছেন প্রান্ত গাঁয়ের আত্মকথন।

**প্রগতিশীল যুব সংঘ**— এবারে প্রগতিশীল যুব সংঘ ৫৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কর্তৃপক্ষের দাবী, এবারে তাদের পুজো মণ্ডপের শিল্পকাজ দর্শনার্থীদের প্রশংসা লাভ করবে।

এছাড়াও ফ্রেণ্ডস মিউজিক্যাল গ্রুপ, নেতাজী সংঘ, ইয়ংস্টার ক্লাব, তরুণ দল, শতদল সংঘ, দেবীপুর সূর্য সংঘ, দিগন্ত সংঘ, জাগৃতী সংঘ, বয়েজ ক্লাব-এর পুজো আগত দর্শনার্থীগণকে মুগ্ধ করবে।

# ইট, বালি- পাথরের পসরা

প্রথমপাতার পর...

১২ বা ১৬ চাকার ভারি ট্রাক ব্যস্ততম রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে ইট, বালি, পাথর ইত্যাদি দ্রব্যাদি নামানোর কাজও চলে দীর্ঘ সময় ধরে। স্থানীয় প্রশাসনের সেদিকে কোন নজর নেই। ফলে যত্র-তত্র রাস্তার ধারে একপ্রকার রাস্তার উপরই ব্যবসায়িরা তাদের এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। শুধু পাথর বা ইট- বালি-ই নয়, রাস্তার ধারে এলাকার কাঠ ব্যবসায়িরা বিভিন্ন পাড়া থেকে গাছ কেটে রাস্তার পাশে এনে দীর্ঘদিন ফেলে রাখছেন। পরে অনেক কাঠ জমা হলে তবেই ট্রাক বা লরি করে সেগুলো অন্যত্র পাঠানো হয়ে থাকে। রাস্তার ধারে এই ধরনের ব্যবসা একের পর এক গজিয়ে ওঠায় শঙ্কিত মানুষজন দুর্ঘটনা এড়াতে বা নির্বিঘ্নে পথচলার দাবিতে প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

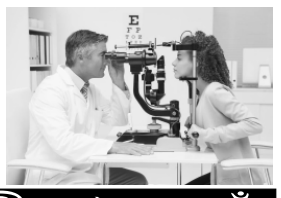

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**